ইউনিট-০১

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি)

অধিবেশন-১ : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর কাঠামো ও পরিধি

অধিবেশন-২ : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন

অধিবেশন-৩ : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

অধিবেশন-৪ : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) কাঠামো ও পরিধি

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র ধারা। এদেশের প্রচলিত শিক্ষা ধারা অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার উপ-ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষার উপ-ব্যবস্থা এর পাশাপাশি ১৯৯৫ সাল থেকে এই কারিগরি শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কারিগরি শিক্ষা পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এই কারিগরি বোর্ডের অধীনে সাধারণ ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারসমূহে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সাল থেকে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন করা হয় যা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি এর সমমান হিসেবে স্বীকৃত। সাধারণ ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে সেসিপ (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) ২০২০ সাল থেকে ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল হিসেবে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছেন। আমাদের এই জনবহুল দেশের মাধ্যমিক স্তরে অধ্যায়নরত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রান্তিক শিক্ষা হল মাধ্যমিক শিক্ষা। তাদেরকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই এই কোর্সের মূল লক্ষ্য। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচানা করে থাকেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) কী বলতে পারবেন;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তালিকা ছক করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যামূলক চার্ট আকারে দেখাতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ছবি, চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- পাঠ পরিকল্পনা;
- ইন্টারনেট সংযোগ;
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর;
- ওয়েব সাইটের ঠিকানা সংগ্রহ যেমন- www.bteb.gov.bd, www.thchedu.gov.bd

পর্ব-ক: কারিগরি শিক্ষার দক্ষতা উন্নয়নের কারিগরি শিক্ষা অধিপ্তরের ভিশন, মিশন, ভূমিকা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের একটি অধিদপ্তর। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নকে আগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইতোমধ্যে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনকে

সামনে রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এ উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিপ্তর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, মাঠপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। একই সাথে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ আয়োজন, ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ স্থাপন, যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, জব ফেয়ার ও স্কিলস কম্পিটিশনসহ নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূখী মানব সম্পদে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

গত অর্ধশতকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশাসনের বহু শাখা-প্রশাখার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। অধিপ্তরের মূল কাজ ৪টি যথা- ১. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা; ২. উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা; ৩. একাডেমিক কার্যক্রমের তদারকিকরণ; এবং ৪. কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

ভিশন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যুগোপযোগীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

মিশন

মানবসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আদর্শমান নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

পর্ব-খ: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি

কাজ-১

প্রশিক্ষক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে দল গঠন করে দিবেন এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন। প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত ভাবে লিখতে বলবেন। কাজ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষক ঘুরে ঘুরে কাজের তদাকরি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন এবং নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলবেন। প্রশিক্ষণার্থীরা দলগতভাবে একে অপরের সাথে কাজ নিয়ে আলোচনা করে দলগত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেবন।

নিম্নের ছকে দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

- কারিগরি ও বৃত্তিওমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সার্বিক গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যালয়ন নিশ্চিতকরণ;
- চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করণ;
- ----------
- ----------
- ----------

কাজ: ১.১.১ (কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি)

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

পর্ব-গ: বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পর্যায়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) অথবা সমমানের বিদ্যমান ৩১টি ট্রেডের নাম নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং ও কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা	প্রদেয় সার্টিফিকেট
১. এগ্রোবেজড ফুড ২. জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ৩. অটোমোটিভ ৪. বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স ৫. উড ওয়ার্কিং ৬. সিরামিক ৭. সিভিল কন্সট্রাকশন ৮. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ৯. সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড ১০. মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড ১১. ড্রেস মেকিং ১২. ডাইং প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং ১৩. ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস ১৪. ফার্ম মেশিনারি ১৫. ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং ১৬. ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন ১৭. জেনারেল মেকানিক্স ১৮. লাইভস্টক রিয়ারিং এন্ড ফার্মিং ১৯. মেশিন টুল অপারেশন ২০. পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং ২১. পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ২২. জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস ২৩. প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ২৪. রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ২৫. গ্লাস ২৬. ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন ২৭. উইভিং ২৮. ওয়েল্ড অ্যান্ড ফেব্রিকেশন ২৯. আর্কিটেচারাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড ৩০. নিটিং ৩১. শ্রীম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং	দুই বৎসর	মাধ্যমিক বা সমমানের প্রতিষ্ঠান হইতে জে.এস.সি./জে.ডি.সি. পাশ	এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) ইন ট্রেড (শাখা)

তালিকা ছক: ১.১.২ (পরিমার্জিত কোর্স)

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো:

NTVQF (লেভেল) বা কাঠামো স্তর	প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা	বৃত্তিমূলক শিক্ষা	কারিগরি শিক্ষা	চাকরির/ দক্ষতার শ্রেণিকরণ
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর-৬			ডিপ্লোমা প্রকৌশল বা সমমান	মধ্যম সারির ব্যবস্থাপক/ সাব- অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ সমতুল্য
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর-৫		জাতীয় দক্ষতা সনদ-৫		উচ্চ দক্ষ কর্মী/ সুপারভাইজার
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর-৪		জাতীয় দক্ষতা সনদ-৪		দক্ষ কর্মী (স্কিল্ড ওয়ার্কার)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর-৩		জাতীয় দক্ষতা সনদ-৩		আধা দক্ষ কর্মী (সেমি-স্কিল্ড ওয়ার্কার)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর-২		জাতীয় দক্ষতা সনদ-২		মৌলিক দক্ষ কর্মী (বেসিক-স্কিল্ড ওয়ার্কার)
জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো স্তর-১		জাতীয় দক্ষতা সনদ-১		মৌলিক কর্মী (বেসিক ওয়ার্কার)
প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ স্তর-২	জাতীয় প্রাক-বৃত্তিমূলক সনদ-২			প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থী
প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ স্তর-১	জাতীয় প্রাক-বৃত্তিমূলক সনদ-১			প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থী

তালিকা ছক: ১.১.৩ (যোগ্যতা কাঠামো)

পর্ব-ঘ: বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যামূলক চার্ট

ছাত্র/ছাত্রী এনরোলমেন্ট তথ্য (২০১৮-২০১৯):

শিক্ষাক্রম	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	ছাত্রী শতকরা (%)	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা
এসএসসি (ভোকেশনাল)	২,৬৩,০৫৪ জন	৯০,২৪০ জন	২৫.৫৪%	৩,৫৩,২৯৪ জন
দাখিল (ভোকেশনাল)	৫,০৪৬ জন	২,২১৯ জন	৩০.৫৪%	৭,২৬৫ জন

তালিকা ছক: ১.১.৪ (যোগ্যতা কাঠামো)

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

(২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরে শিক্ষাক্রম ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট চিত্র:

শিক্ষাক্রম	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা
এসএসসি (ভোকেশনাল)	৪.৪৯%
দাখিল (ভোকেশনাল)	০.০৯%

তালিকা ছক: ১.১.৫ (যোগ্যতা কাঠামো)

(২০১২-২০১৮) সাল পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য:

শিক্ষাক্রম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
এসএসসি/দাখিল(ভোক)	৭৩৫৬৬	৭১৬৮৮	৮৩৯৫৪	৯১৫৪৭	৮১৯২৮	৮৩৬০৩	৮২৯১৭

তালিকা ছক: ১.১.৬ (যোগ্যতা কাঠামো)

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

মূল শিখনীয় বিষয়

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) কাঠামো ও পরিধি

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF)

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কারিগরি শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য "জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১" প্রণয়ন করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূর করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সংগতি রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মান নির্ধারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Training & Vocational Qualification Framework (NTVQF) প্রণয়ন করেন। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এ NTVQF বিভাগ গঠন করা হয়েছে। এই বিভাগের কাজ হলো শিল্পখাতের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দক্ষতা ভিত্তিক কাজের আদর্শ মান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেজিস্ট্রার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (Registered Training Organisation-RTO) হিসেবে স্বীকৃত ও নিবন্ধন, বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত দক্ষতা যাচাই ও সনদায়নের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning-RPL) পদ্ধতির উন্নয়ন ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারগুলোর স্বীকৃতি ও নিবন্ধন এবং Competency based Training and Assessment পদ্ধতি ব্যবহার করে দক্ষতা যাচাইপূর্বক সনদ প্রদান। ইতোমধ্যে NTVQF এর আওতায় Occupations Competency Based Training and Assessment (OCBT&A) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে (RTO) স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো হচ্ছে জাতীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ একটি পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার মান উন্নয়ন এবং ধারাবাহিক উৎকর্ষ সাধন করা।
- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সনদের সঙ্গতিপূর্ণ শিরোনাম প্রবর্তন করা।
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতিতে কর্মক্ষেত্রে অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া।
- ব্যক্তির কাজ পাওয়ার সামর্থ বজায় রাখা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উঁচু মানের দক্ষতা নিশ্চিত করা।
- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে শিল্পের সাথে সঙ্গতি রাখার বিষয়টি উন্নত করা।
- কর্মসূচি ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- যতদিন কাজ করবেন, ততদিন এবং তারপরও, কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা যাতে ক্রমশ বাড়তে থাকে সে লক্ষ্যে তাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা ও উন্নতির জন্য স্বীকৃত পথ তৈরি করা।

সমাজের স্বল্প-সুবিধাভোগী এবং স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোয় দুটি প্রাক-বৃত্তিমূলক স্তর সংযোজনসহ ০৫টি বৃত্তিমূলক স্তর এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ের যোগ্যতার জন্য ০১টি স্তর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যাতে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় যখন কোন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুরোপুরি শেষ করতে পারবে না, তখনও প্রশিক্ষণ দাতা সংস্থাগুলো কোন নিদিষ্ট মাত্রার সক্ষমতা অর্জনের বিবরণ প্রকাশ করতে পারে।

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি

- কারিগরি ও বৃত্তিওমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সার্বিক গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ।
- চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করণ।
- শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটানো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী কারিকরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন।
- অর্থনীতির পরিমান ও বিদ্যমান দক্ষতার নিরিখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত পরিবিক্ষণ, মূল্যায়ন ও ক্রমবর্ধমান পদ্ধতির প্রবর্তন।
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন।
- শিক্ষকদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক-কর্মচারীদের চাহিদা কেন্দ্রিক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন।
- জেন্ডার সমতা বিধানকল্পে কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের উৎসাহিত করতে মহিলা পলিকটেনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, নারী কোটা বৃদ্ধি, নারী বান্ধব টেকনোলজি প্রর্বতন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- চাকুরির বাজারের চাহিদা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গবেষণা এবং সমীক্ষা পরিচালনা।
- দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সরকারের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNIVOC, UCESCO, CPSC, IDB, KOICA, JICA, EC, ILO ইত্যাদি) এর সাথে সমন্বিত যোগাযোগ স্থাপন ও প্রতিনিধিত্বকরণ।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী ইমার্জিং টেকনোলজি প্রবর্তন।
- ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ জোরদার করণ।
- কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রাজুয়েটদের চাকুরি সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ।
- যুগোপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রসারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- মাঠ পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশাসনিক, আর্থিক ও একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং।
- বেসরকারি এমপিওভূক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিও প্রদান ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সংগতি রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মান নির্ধারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (National Training & Vocational Qualification Framework (NTVQF) প্রণয়ন করেন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তা মূলত আমাদের ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য। যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষার কাঠামোর স্তর প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হরে উৎসাহ যোগাবে। আমরা ধীরে ধীরে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছি। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে টিকে থাকতে হলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স ও কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে। তাই কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন নির্ধারণ করেছেন এবং তা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তন হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যের সংযোজন ও বিয়োজন সমানতালে চলছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ তৈরিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নানামূখী কার্যাবলি পরিচালনা করে যাচ্ছেন। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন না হলে প্রচার বিমুখতার কারণে সঠিক তথ্য দেশের সাধারণ জনগণ জানতে পারেন না। তথ্যের অভাবে যুব সমাজকে জনশক্তিতে রুপান্তরিত করা যাচ্ছিলো না। বর্তমান সময়ে সরকারের কারিগরি ও মাদ্রাসা মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে

কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারিত হচ্ছে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে কারিগরি শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে নানা মূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার সুফল ২০২১ সাল থেকে পেতে শুরু করবে। মূলত উৎপাদনশীল কার্যক্রমকে গতিশীল করে এবং সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সময়কে কাজে লাগিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাপক হারে বিভিন্ন মেয়াদী আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। এতে করে দেশে উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি বিদেশগামী শ্রম জনশক্তিকে দক্ষতা প্রদান ও সনদ প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ মোটামুটি সর্বিক দিক ফুটে উঠেছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সংখ্যামূলক চার্ট আকারে সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

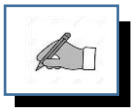

মূল্যায়ন:

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) উল্লেখ করুন। ২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি বর্ণনা করুন। ৪. বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ছক আকারে প্রকাশ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা আগামী অধিবেশনে **“কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন”** নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

আজকের অধিবেশন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন

ভূমিকা

দেশের মানব সম্পদের আরো বেশি কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়ণের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষক ব্যবস্থার বাইরে গিয়েও চিন্তাভাবনা করার এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি উল্লেখ করতে পারবেন;
- চাহিদা ভিত্তিক, নমনীয় এবং দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ছবি, চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- পাঠ পরিকল্পনা;
- ইন্টারনেট সংযোগ;
- ওয়েব সাইটের ঠিকানা সংগ্রহ যেমন- www.bteb.gov.bd, www.thchedu.gov.bd

পর্ব-ক: মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের সংজ্ঞা

দক্ষতা উন্নয়ন বলতে বুঝায় কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিস্তৃত আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আন্তর্জাতিক প্রবণতার সংগে সঙ্গতি রেখে দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। নিম্ন উল্লেখ করা হলো-

- প্রাক-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি)।
- কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন গ্রাহক সেবা, বিপণন, মধ্যম শ্রেণির ব্যবস্থাপনা এবং
- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত নয় এমন কর্মংস্থান-উপযোগী এবং কর্ম সংশ্লিষ্ট স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স যা দেশী এবং আন্তর্জাতিক উভয় শ্রমবাজারে অবদান রাখছে।

পর্ব-খ: মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

ভিশন

সরকার, শিল্পখাত, কর্মী এবং সুশীল সমাজের মধ্যে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে দক্ষতা উন্নয়নের যে ভিশনটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো-

জাতীয় উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে সরকারি এবং শিল্প স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে। সংস্কারকৃত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা সকলকে শোভন কাজ পাওয়ার সক্ষমতা দিবে এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত মানের উন্নত দক্ষতা, জ্ঞান এবং যোগ্যতার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য নিশ্চিত করবে।

মিশন

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে সহায়তা দেয়া। এ জন্য প্রয়োজন-

- ব্যক্তির কাজ পাওয়ার সামর্থ্য (মজুরি/আত্ম-কর্মসংস্থান) এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও শ্রম বাজারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
- শিল্প খাত বা বানিজ্য উদ্যোগগুলির উৎপাদনশীলতা এবং লাভের পরিমাণ বাড়ানো এবং
- জাতীয়ভাবে প্রতিযোগীতার ক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং দরিদ্রতা কমানো।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, নিচের চিত্র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিরূপণের জন্য দেয়া হল। উদাহরণ হিসেবে একটি লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। খালি ঘরগুলোতে মাধ্যমিক স্তরে টেক্সটাইল শিক্ষার কয়েকটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন-

- বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন সংস্কার কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা কমা।
- ----------
- ----------
- ----------

তালিকা: ১.২.১ (জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য)

পর্ব-গ: মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, নিচের চিত্র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান পরিধি সমূহ নিরূপণের জন্য দেয়া হল। উদাহরণ হিসেবে একটি লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে টেক্সটাইল শিক্ষার পরিধির একটি তালিকা তৈরি করুন-

- দক্ষতা উন্নয়নের অবস্থান হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শ্রম, কর্মসংস্থান এবং শিল্পোন্নয়ন নীতিসহ বিভিন্ন নীতিমালা মাঝখানে। এই নীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপাদাসমূহকে সম্পৃক্ত করে দক্ষতা উন্নয়ন ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।
- ----------
- ----------
- ----------

তালিকা: ১.২.২ (দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি)

পর্ব-ঘ: চাহিদা ভিত্তিক, নমনীয় এবং দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, চাহিদা ভিত্তিক, নমনীয় এবং দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (Demand driven, Flexible and Responsive Training Provision) নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশে এবং বিদেশে চাকুরী দাতাদের, কর্মীদের এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অবশ্যই আরো বেশি নমনীয় এবং চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। নমনীয়তা বলতে বোঝায় যে, টিভিইটি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ দানকারীদের জন্য প্রণোদনা ও সম্পদ রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলো বুঝাতে পারা ও সেগুলো মেটানোর সামর্থ্য রয়েছে।
- চাহিদা-ভিত্তিক নীতির জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সংস্থার ও শিল্পের এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দক্ষতার চাহিদা চিহ্নিত করার এবং তা দক্ষতা প্রদানকারীদের জানানোর সামর্থ্য। প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর মোট চাহিদা জানানোর জন্য স্কিলস ডাটা সিস্টেম বা দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা তৈরি করা হবে, এবং চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রণোদনা ও দক্ষতা ভিত্তিক তহবিল দেয়া এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানকারিদের উৎসাহিত এবং সক্ষম করা হবে।
- এ পরিবর্তন অর্জন করার জন্য ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো কাঠামগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য হবে এটি নিশ্চিত করা যে, বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার, শিল্প এবং সামাজিক সহযোগীরা নিচের কাজগুলি করতে পারে-
  - বাংলাদেশে শিল্পখাতে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা আরো স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।
  - জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার যোগান দেয়া যা শিক্ষার্থী ও নিয়োগকারীর চাহিদা পূরণ করে।
  - ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সামর্থ্য ধরে রাখা, তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উচ্চতর জীবনমান বজায় রাখার জন্য উচ্চ মানের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া।
- বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করতে হবে-
  - জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
  - সক্ষমতা ভিত্তিক শিল্পখাতের আদর্শ মান ও যোগ্যতা এবং
  - দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যথাযথ প্রতিপালিত হলে জাতীয় দক্ষতা মানের উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের বেকার যুব সমাজকে একটি শক্তিশালী কর্মীবাহিনীতে রূপান্তর করা সম্ভব।

মূল শিখনীয় বিষয়

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন সংস্কার কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান।
- বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মান এবং প্রাসঙ্গিকতার উন্নয়ন।
- আরো বেশি নমনীয় এবং দায়িত্বশীল সেবাদান কৌশল প্রতিষ্ঠা করা।
- শ্রম বাজার, ব্যক্তি এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষমতা অর্জন।
- নারী ও বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকদের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ আরো ব্যাপক করা।
- শিল্প সংঠন, নিয়োগকারী, কর্মী বাহিনীর ও অংশগ্রহনকারি জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহী করা।
- বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, দাতা সংস্থা, শিল্প এবং সরকারি ও বেসরকারি সক্ষমতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্টানের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যবলীর ফলপ্রসূ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ আরো শক্তিশালী করা।

মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

১. সরকারি (অনেকগুলো মন্ত্রনালয়ে নানা মাত্রায় পরিচালিত)।
২. সরকারি সহায়তায় (এমপিওভূক্ত, অনুদান প্রাপ্ত) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ।
৩. বেসকারি (বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ)।
৪. এনজিও (অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সমূহ) এবং সাথে রয়েছে-
৫. শিল্প ভিত্তিক-শিল্প কারখানা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ ও শিক্ষানবিসি ব্যবস্থাসহ কর্মস্থলে দেয়া প্রশিক্ষণ।

- দক্ষতা উন্নয়নের অবস্থান হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শ্রম, কর্মসংস্থান এবং শিল্পোন্নয়ন নীতিসহ বিভিন্ন নীতিমালা মাঝখানে। এই নীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপাদাসমূহকে সম্পৃক্ত করে দক্ষতা উন্নয়ন ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।
- বাংলাদেশের অনেক মন্ত্রণালয় এবং সরকারি সংস্থা শিল্প এবং সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক ধরণের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে।
- অনেক বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থা এনজিও এবং দাতা সংস্থাও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।
- এই সকল প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির ও বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টাগুলিকে একটি একক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় এনে একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত নির্দেশনা প্রদানের জন্য যৌক্তিক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সারসংক্ষেপ:

দক্ষতা উন্নয়ন বলতে বুঝায় কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিস্তৃত আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আন্তর্জাতিক প্রবণতার সংগে সঙ্গতি রেখে দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রাক-কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি)। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত নয় এমন কর্মংস্থান-উপযোগী এবং কর্ম সংশ্লিষ্ট স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স যা দেশী এবং আন্তর্জাতিক উভয় শ্রমবাজারে অবদান রাখছে। জাতীয় উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে সরকার এবং শিল্প স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে। সংস্কারকৃত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা সকলকে শোভন কাজ পাওয়ার সক্ষমতা দিবে এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত মানের উন্নত দক্ষতা, জ্ঞান এবং যোগ্যতার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে সহায়তা দেয়া। দক্ষতা উন্নয়নের অবস্থান হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শ্রম, কর্মসংস্থান এবং শিল্পোন্নয়ন নীতিসহ বিভিন্ন নীতিমালা মাঝখানে। এই নীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপাদাসমূহকে সম্পৃক্ত করে দক্ষতা উন্নয়ন ধারণাকে সুস্পষ্ট করে। বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশে এবং বিদেশে চাকুরী দাতাদের, কর্মীদের এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অবশ্যই আরো বেশি নমনীয় এবং চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে।

মূল্যায়ন:

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করুন। ২. মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পরিধি উল্লেখ করুন। ৩. চাহিদা ভিত্তিক, নমনীয় এবং দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করুন। ৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি এর মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের সংজ্ঞা দিন?	**উত্তর:** --- --- --- --- --- ---

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা “কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন” নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

সম্বন্বিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা Integerated TVET Development Action Plan

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ: দক্ষতা উন্নয়ন রূপকল্প ২০১৬

NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT POLICY-2011

https://hundred.org/en/collections/technical-vocational-education-and-training-tvet

https://en.wikipedia.org/wiki/TVET_(Technical_and_Vocational_Education_and_Training)

http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects

আজকের অধিবেশন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

ভূমিকা

দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা অবশ্য শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জন সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি চালু করণ। শ্রম বাজারের জন্য সে দক্ষতা প্রয়োজন সেটি আরো বেশি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক দক্ষতার প্রতি বেশি জোর দেয়া যায়। সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি (CVT&A) চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালুর ক্ষেত্রে সহায়ক দিবে, যার ফলে শিল্পখাত এবং প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হবে। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মানে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রয়োগিক দক্ষতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ ব্যবস্থা প্রচলিত তত্ত্বভিত্তিক শিক্ষা ধারা থেকে নিজেকে আলাদা প্রমাণ করবে। সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি নিচের নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণীত হবে-

- সক্ষমতা ভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষর্থীর এগিয়ে যাওয়াটা নির্ধারিত হবে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে কিনা তার উপর- প্রশিক্ষণ কত সময়ের তার উপর নয়।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জন সক্ষমতা মানের বিপরীতে পরিমাপ করা হবে- অন্য শিক্ষার্থীদের অর্জনের সঙ্গে তুলনা করে নয়।

সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি প্রবর্তনের একটি গুরত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ তৈরি করা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের সুস্পষ্ট বিবৃতি তৈরি করা যায়। সক্ষমতার এসব একক বা সক্ষমতার মান কর্মদক্ষতার মানদণ্ড নির্ধারিত করে, সেগুলো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্যায়ণ করবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ দাতার দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল (Industry Skill Council- ISC) এর কাজগুলো উল্লেখ পারবেন।
- দক্ষতা উন্নয়নে যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ছবি, চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল;
- প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা;
- ইন্টারনেট সংযোগ;
- ওয়েব সাইটের ঠিকানা সংগ্রহ যেমন- www.bteb.gov.bd, www.thchedu.gov.bd

পর্ব-ক: প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণদাতার দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান বজায় রাখা অন্ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত মানের প্রশিক্ষণ শিল্পের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং বাংলাদেশের কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ব্যবস্থাকে শিক্ষার্থী ও নিয়োগকারীদের জন্য একটি অধিকতর আকর্ষনীয় বিষয় হিসেবে প্রস্তুত করা। উন্নত মান এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, দেশ এবং বিদেশে নিয়োগকারীরা উচ্চমানের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন যেসব কর্মী চায়, বাংলাদেশে দেয়া যোগ্যতার সনদে প্রকৃত অর্থে সেই মান যাতে প্রতিফলিত হয় এবং সে বিষয়ে শিক্ষার্থী ও নিয়োগকারী উভয়ই যেন নিশ্চিত থাকতে পারেন। প্রশিক্ষক যদি দক্ষ ও অভিজ্ঞ হন তাহলে প্রশিক্ষণ হবে আকর্ষনীয় ও ফলপ্রসূ।

দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা (Skills Quality Assurance System) শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয়ভাবে সংগতিপূর্ণ উচ্চ মানদন্ড প্রবর্তন করতে নতুন মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি নিচের বিষয়গুলো আবশ্যক-

- সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ দানকারীদের নিবন্ধন করণ।
- জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সক্ষমতা ও যোগ্যতাসমূহের উন্নয়ন সাধন।
- শিখন এবং মূল্যায়ণ কর্মসূচীগুলোর সরকারি স্বীকৃতি প্রদান।
- নির্ধারিত মানের বিপরীতে তা মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদাতাদের নিরীক্ষণ।
- সক্ষমতার এককসমূহের বিপরীতে মূল্যায়ণের উপাদানগুলোকে (যেমন- উপযুক্ত মানের পরীক্ষা ও ব্যবহারিক অভীক্ষা) বৈধতা দেয়া এবং
- প্রশিক্ষণ মান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত ম্যানুয়াল তৈরি, মুদ্রণ ও সেগুলোকের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন করা।

পর্ব-খ: দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল (Industry Skill Council) এর কাজ

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো শিল্পখাতকে প্রভাবিত করছে সেসব বিষয়ে আলোচনার জন্য শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলি শিল্পখাতে প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প পর্ষদগুলোকে একত্র করবে। দক্ষতা কাউন্সিলগুলি যেসকল কাজগুলো করবে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। একটি উদাহরণ দেয়া হলো-

কাজ-১

- শিল্পখাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসন করা;
- ----------
- ----------

কর্মপত্র: ১.৩.১ (শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলের কাজ)

পর্ব-গ: দক্ষতা উন্নয়নে যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির কারণ

কাজ-২

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, দক্ষতা উন্নয়নে যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনবলের গুণগতমান এবং পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির কারণগুলো উল্লেখ পূর্বক একটি তালিকা তৈরি করুন। একটি উদাহরণ দেয়া হলো-

- এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষিত ও প্রত্যয়নকৃত করা হবে;
- ----------
- ----------
- ----------

কর্মপত্র: ১.৩.২ (শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির কারণ)

পর্ব-ঘ: শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ণের ভিত্তি হিসেবে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের জন্য যে জাতীয় দক্ষতা মান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- সকল শিক্ষক ও প্রশিক্ষক পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিসহ সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাই তারা শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ণ করতে পারবেন। তাই তাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- সুবিধা বঞ্চিত দলসমূহের বেশি হারে দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে সহায়তা দেয়ার জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের সামগ্রিক শিক্ষণ-শিখন প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া লক্ষ্যে নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরকে প্রদত্ত যোগ্যতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত লাভের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রয়োজন।
- প্রশিক্ষকদের বর্তমান তীব্র ঘাটতি মোকাবেলার জন্য নতুন ব্যবস্থা দুই ধাপের একটি প্রত্যয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন প্রয়োজন। যাতে করে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যাক প্রশিক্ষক নিয়োগ করা যায়, যাদের যথাযথ কারিগরি দক্ষতা রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে তাদের স্বল্প মেয়াদি নিবিড় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ দেয়ার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- কর্মরত শিক্ষক ও প্রশিক্ষককে তাদের কর্মস্থলের কারিগরি দক্ষতা উন্নীত করার জন্য 'রিটার্ণ টু ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্পে ফেলা কর্মসূচীকে কার্যকর করতে সকার ও শিল্পখাত একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- দক্ষতা উন্নয়ন জনবল তৈরি উৎসাহিত করার জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ/কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে তাদেরকে আবশ্যক প্রশিক্ষণ/কারিগরি জ্ঞান উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক বব্যস্থা গ্রহণ করা জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সমতা আনার জন্য নতুন পদ্ধতির প্রশিক্ষণে মহিলা প্রশিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- যেহেতু বহু সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক সংকট তাই সরকার সেজন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ বাড়ানোর জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা প্রদান করতে পারলে দক্ষতা ভিত্তিক একটি উন্নত জনশক্তি বা দক্ষকর্মী গড়ে তোলা সম্ভব।

মূল শিখনীয় বিষয়

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল (Industry Skill Council) এর কাজ

- শিল্পখাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বিদ্যমান ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা ও নিরসন করা।
- বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পভিত্তিক নিদিষ্ট দক্ষতা নীতি চর্চা নিদিষ্ট করা।
- উৎপাদনশীলতা এবং কর্মীদের কল্যাণ সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য শিল্পের সামর্থ বৃদ্ধি করা এবং কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানো।
- কাউন্সিলের আওতাভূক্ত শিল্পখাতের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব এবং কৌশলগত উপদেশ দেয়া।
- শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া।
- দক্ষতা মান ও যোগ্যতা নিরূপণ ও পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম তৈরি করা ও পর্যালোচনায় অংশ নেয়া।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (NSDC) কে শিল্পখাতের চাহিদার উপর দক্ষতা বিষয়ে পরামর্শ দেয়া।
- শিল্প কারখানার কর্মীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ ত্বরান্বিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে খাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রণয়ন করা।
- শিল্প কারখানার শিক্ষানবিশি কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করা।
- প্রশিক্ষণদাতাদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, শিল্পকারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন।

দক্ষতা উন্নয়নে যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির কারণ

- এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষিত ও প্রত্যয়নকৃত করা হবে।
- জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি পরিচালনা করা ও প্রশিক্ষককে নতুন ব্যবস্থায় অবশ্যক প্রত্যয়নকৃত করার জন্য।
- প্রথক পৃথকভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাসমূহকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে।
- নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রত্যয়নকৃত জাতীয় মাস্টার ট্রেইনারদের একটি দল সৃষ্টি করা, যার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আলাদা মাস্টার ট্রেনার দলও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
- শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য বর্তমানের আবশ্যক যোগ্যতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, সকল প্রশিক্ষকের কারিগরি ও শিল্প অভিজ্ঞতা থাকা এবং অন্তত সেই স্তরের যোগ্যতার সমান থাকা।
- নতুন পদ্ধতির আওতায় প্রত্যয়ন অর্জন করার জন্য বেসকারি খাতের প্রশিক্ষকদের উৎসাহিত করা।
- সকল সরকারি খাতের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক যাতে তাদের দক্ষতার মান ধরে রাখেন, তা নিশ্চিত করার জন্য পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

সারসংক্ষেপ:

দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা অবশ্যই শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জন সক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি চালু করণ। শ্রম বাজারের জন্য সে দক্ষতা প্রয়োজন সেটি আরো বেশি স্বচ্ছ ও নিদিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক দক্ষতার প্রতি বেশি জোর দেয়া

যায়। দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি (CVT&A) চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালুর ক্ষেত্রে সহায়ক দিবে, যার ফলে শিল্পখাত এবং প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান বজায় রাখা অন্ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত মানের প্রশিক্ষণ শিল্পের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং বাংলাদেশের কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ব্যবস্থাকে শিক্ষার্থী ও নিয়োগকারীদের জন্য একটি অধিকতর আকর্ষনীয় বিষয় হিসেবে প্রস্তুত করা। দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা (Skills Quality Assurance System) শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ মান দন্ড নিশ্চিত করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ দানকারীদের নিবন্ধিত হতে হবে। জাতীয়ভাবে স্বীকৃত সক্ষমতা ও যোগ্যতাসমূহের উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং শিখন এবং মূল্যায়ণ কর্মসূচীগুলোর সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল (Industry Skill Council) এর মাধ্যমে শিল্পখাতের দক্ষতা উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বিদ্যমান ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা ও নিরসন করতে হবে। শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন জন্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (NSDC) কে শিল্পখাতের চাহিদার উপর ভিত্তি করে দক্ষতা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ দাতাদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, শিল্পকারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন সাধন করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নে যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির করতে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি পরিচালনা করতে হব এবং প্রশিক্ষককে নতুন ব্যবস্থায় সক্ষম করে করে তুলতে হবে। শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য বর্তমানের আবশ্যক যোগ্যতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, সকল প্রশিক্ষকের কারিগরি ও শিল্প অভিজ্ঞতা আছে এবং অন্তত সেই স্তরের সমান যোগ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ একটি সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা নিশ্চিত করতে মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মূল্যায়ন:

১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণদাতার দক্ষতামান নিশ্চিতকরণে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করুন। ২. দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলের কাজগুলো ব্যাখ্যা করুন। ৩. দক্ষতা উন্নয়নে যোগ্য ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করুন। ৪. শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা **"কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ"** নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

সম্বন্বিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা Integerated TVET Development Action Plan
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ: দক্ষতা উন্নয়ন রূপকল্প ২০১৬
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT POLICY – 2011
https://hundred.org/en/collections/technical-vocational-education-and-training-tvet
https://en.wikipedia.org/wiki/TVET_(Technical_and_Vocational_Education_and_Training)
http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects

আজকের অধিবেশন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ

ভূমিকা

শিক্ষানবিশি বা অ্যাপ্রেনটিসশিপ নানা নামে পরিচালিত, যেমন ক্যাডেটশিপ, ট্রেইনিশিপ বা ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি। এই ব্যবস্থাটি বহু দেশে তরুণদের জন্য কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কাজের জগতে ঢোকার কার্যকর পথ হিসেবে বিবেচিত। আবার অনেক নাগরিক কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজের মাধ্যমে এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি দেয়া এবং অধিকতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আরো সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির জন্য একটি পদ্ধতি চালু করণ। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার (দক্ষতা ও জ্ঞান) আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া, যাতে যে কোনো ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পান এবং তার কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতিতে নিশ্চয়তা প্রদান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- টিভিইটি এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকতর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মীদের উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (NSDC) এর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ছবি, চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন;
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল;
- প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা;
- ইন্টারনেট সংযোগ;
- ওয়েব সাইটের ঠিকানা সংগ্রহ যেমন- www.bteb.gov.bd, www.thchedu.gov.bd

পর্ব-ক: পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (PRL) পদ্ধতিতে নিশ্চয়তা প্রদান

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL-Recognition of Prior Learning) পদ্ধতি এ নিশ্চয়তা দিবে যে-

- প্রত্যেকের জন্য তার জ্ঞান ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, মজুরি বা মজুরি ছাড়া কাজের মধ্য দিয়ে বা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অথবা এসবগুলোর সমন্বয়ে কাজ ও দক্ষতা অর্জিত হয়।
- যেখানে সম্ভব, এই স্বীকৃতি সক্ষমতা ও জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) অন্তর্ভূক্ত সক্ষমতা এবং যোগ্যতার বিপরীতে নির্দিষ্ট করা হবে।

- আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আবেদনকারীকে তার জ্ঞান ও দক্ষতার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ অবশ্যই দেখাতে হবে। এই সাক্ষ্য প্রমানের মধ্যে থাকতে পারে-
  - কাজের নমুনা;
  - সনদপত্র;
  - পোর্টফোলিও বা দলিলপত্র; এবং
  - প্রশংসাপত্র ও রেফারির প্রতিবেদন।
- যে কর্মসূচির জন্য চাওয়া হচ্ছে, প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তা মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো মেটানোর জন্য যদি তা পর্যাপ্ত, যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য এবং সঠিক হয়, তাহলে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) পদ্ধতি তখনই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করবে।
- বেশির ভাগ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কয়েক ধাপে মূল্যায়ণ বা প্রমাণের জন্য পরীক্ষা নেয়া হবে এবং সেগুলো শেষ হলে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) আওতায় আলাদা আলাদা সক্ষমতা এককের জন্য একটি সমতূল্য যোগ্যতা বা কৃতিত্বের বিবৃতি সনদ দেয়া যেতে পারে।
- যারা নিরক্ষর, যাদের শারিরীক বা বুদ্ধিগত সক্ষমতার অভাব রয়েছে যা যারা নিচের ধাপের শিক্ষা অর্জন করেছেন, তারা যদি নির্ধারিত ধাপের দক্ষতা দেখাতে পারেন, তাহলে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- যারা তাদের দক্ষতার স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং/অথবা প্রত্যয়ন পত্র পেয়েছেন, তারা যদি কোনো একটি যোগ্যতা স্তর সম্পর্ণ করতে চান বা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় তাদের দক্ষতা উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে চান, তাহলে তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ঢোকার সুযোগ থাকবে।
- পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার নিশ্চিত করবে যে-
  - সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেয়া দক্ষতা প্রশিক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) সুযোগ থাকবে;
  - বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভূক্ত সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য শিক্ষার্থীকে (RPL) দিবে।
- সরকার এবং তার সহযোগীরা RPL এর জন্য সম্ভাব্য মূল্যায়ণ কেন্দ্র বাছাই করবে যাতে ঐ কেন্দ্রগুলি স্বীকৃত অন্যান্য প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানের মত একই কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- আরপিএল পদ্ধতি প্রবাসী কর্মীদের জন্য বর্ধিত আকারে প্রশিক্ষণ এবং পূনঃপ্রশিক্ষণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে যাতে বিদেশে যাওয়া ও বিদেশ থেকে ফেরা কর্মীরা তাদের দক্ষতার যথাযথ স্বীকৃতি এবং প্রত্যয়ন পেতে পারেন এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরের স্বীকৃতি এবং সে অনুযায়ী বেতন ভাতা পেতে পারেন।

পর্ব-খ: টিভিইটি এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন দরকার। টিভিইটি এর মাধ্যমে আরপিএল পদ্ধতি ব্যবহার করে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কি কি বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করুন। তারপর মূল শিখনীয় অংশের সাথে মিলিয়ে দেখুন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

কাজ-১

- নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য-
  - আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্সে থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশের পূর্ব শর্ত তুলে নেয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে প্রশিক্ষণ স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স নিদিষ্ট ভর্তির যোগ্যতা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
  - ----------

- নারী উন্নয়নের জন্য-
  - নারীদের কাজ পাওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত দক্ষতা কর্মসূচি চালু করা হবে;
  - ----------
  - ----------
  - ----------
  - ----------
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য-
  - সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন করণ;
  - ----------
  - ----------
  - ----------
  - ----------

কর্মপত্র: ১.৪.১ (টিভিইটি এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ)

পর্ব-গ: কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকতর সামাজিক মর্যাদা

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকতর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- দক্ষতা উন্নয়ন এবং টিভিইটি এর মাধ্যমে সামাজিক মূল্য এবং মর্যাদা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরনো শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, অথচ শিল্প কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে এখন আর দ্বিতীয় শ্রেণির পছন্দ মনে না করে সম্মানজনক পেশা হিসেবে গণ্য করা উচিত।
- বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সরকার, নিয়োগকারী, কর্মী এবং সামাজিক সহযোগীদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি সম্পৃক্ততায় একটি নতুন অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।
- সরকার, নিয়োগকারী এবং কর্মী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা একসঙ্গে মিলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ও স্বীকৃতির প্রসার ঘটাবেন এবং নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করবেন।
- এ লক্ষ্যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এবং শিল্প দক্ষতা কমিটিগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মূল্য এবং মান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সরকার তার সামাজিক সহযোগীদের সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগ বাড়াবেন। নতুন এই অংশীদারিত্ব বাংলাদেশে প্রচলিত বেতন ও মজুরি ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ করবে যাতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাসঙ্গিক এবং মানসম্মত যোগ্যতা রয়েছে, তাদের যথোপযুক্ত বেতন-ভাতা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।

পর্ব-ঘ: শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মীদের উন্নয়ন

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, টিভিইটি এর মাধ্যমে আরপিএল পদ্ধতি ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের কিভাবে উন্নয়ন ঘটানো যায় তার একটি তালিকা তৈরি করুন। তারপর মূল শিখনীয় অংশের সাথে মিলিয়ে দেখুন। একটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

কাজ-২

- বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য নিয়োগকারী এবং কর্মীদের অবশ্যই আরো বেশি সক্রিয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়নে জড়িত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের কর্মীদের ধরে রাখা এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য নতুন এবং উন্নত মানের কর্ম দক্ষতা প্রয়োজন। উচ্চতর মান এবং নতুন দক্ষতা কর্মীদের জন্য আরো ভাল কাজ পাওয়ার এবং কাজে আরো উন্নতি করার সুযোগ এনে দেয় এবং তাদের আয় আরো বাড়াতে সাহায্য করে।
- ----------
- ----------
- ----------
- ----------

কর্মপত্র: ১.৪.২ (শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের উন্নয়ন)

মূল শিখনীয় বিষয়

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) এর মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ

টিভিইটি এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান

আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন দরকার। টিভিইটি এর মাধ্যমে আরপিএল পদ্ধতি ব্যবহার করে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করা যায়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী জন্য-**
  - আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্সে থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশের পূর্ব শর্ত তুলে নেয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে প্রশিক্ষণ স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স নিদিষ্ট ভর্তির যোগ্যতা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
  - স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা যাতে এমন সব কোর্সে অংশ নিতে পারে যেগুলোর মাধ্যমে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জন করা যায় সেজন্য এনটিভিকিউএফ ও বিভিন্ন যোগ্যতা ও সুযোগ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
  - অর্থবহ কর্মসংস্থানের জন্য স্বল্প শিক্ষিতদের চাহিদা অনুযায়ী সুনিদিষ্টভাবে কোর্স তৈরি করা হয়।
  - নিম্নস্তরের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য কিভাবে প্রশিক্ষক কোর্সগুলো পরিচালনা ও মূল্যায়ণ করতে হয় তা শেখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকরা পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
  - মূল্যায়ণ পদ্ধতিগুলোতে কিছু যুক্তিসঙ্গত সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে যেমন, যেসব শিক্ষার্থীর পড়তে পারার সমস্যা আছে তাদেরকে প্রশ্ন পড়ে শোনানো এবং উত্তর হুবহু লেখার জন্য কারো সাহায্য নেয়া। তবে সেক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, যে সক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে তাতে যেন শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী নিজে পড়ে শোনানো বা যে ব্যক্তি লিখবেন তার সক্ষমতা কোনো প্রভাব না ফেলে।
  - স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য শিক্ষানবিশিসহ আনুষ্ঠানিক কোর্সে অংশ নেয়ার জন্য এবং দক্ষতার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে নতুন প্রি-ভোকেশনাল স্তর তৈরি করা হয়েছে।

- **নারী উন্নয়নের জন্য-**
  - নারীদের কাজ পাওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত দক্ষতা কর্মসূচি চালু করা হবে।
  - কর্মসূচিগুলো কর্মপদ্ধতি লিঙ্গবান্ধব কিনা তা পর্যালোচনা করা হবে।
  - নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে নারীদের জন্য সামাজিক বিপণন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করণ।
  - সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করণ।
  - ছাত্রীদের জন্য লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করণ।
  - ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রসাধন কক্ষের ব্যবস্থা করণ।
  - সম্ভব্য ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করণ।

- **বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য-**
  - সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন করণ।
  - দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এনএসডিসি'র একটি বিশেষ উপদেষ্টা পর্ষদের মাধ্যমে একটি কর্মকৌশল তৈরি করণ।
  - প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষকরা বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সাথে কিভাবে কাজ করতে হবে তার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- সকল দক্ষতা কর্মসূচিতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণির মানুষের ভর্তির জন্য ৫% এর একটি কোটার সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করণ।
- প্রশিক্ষণ এবং কাজ বেছে নেয়ার জন্য পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান।

- **শ্রমজীবী কিশোরদের জন্য-**
  - শিক্ষানবিশিসহ আনুষ্ঠানিক কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্সে শ্রমজীবী কিশোরদের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া।
  - শ্রমজীবী কিশোরদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো।
  - মূল্যায়ণ এবং আরপিএল প্রক্রিয়ায় যুক্তিযুক্ত ছাড় দেয়ার ব্যবস্থা রাখা।
  - প্রত্যেক কোর্সের জন্য শিল্পকারখানার সাথে সংযুক্তির একটি সুসংগঠিত অংশ রাখা।
  - শিক্ষার একটি নিরাপদ পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্র যেখানে শিশুদের কাজে না লাগানো।

- **স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য-**
  - অনেক নাগরিকের পক্ষে তাদের অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা অথবা সুযোগের অভাবের কারণে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রবেশ সুযোগ থাকে না। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে এই সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সরকার সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে হাওড়, চর এবং দূর্গম পাহাড় ও মঙ্গা কবলিত এলাকার মানুষের জন্য ১০% ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করণ।

- **গ্রামীন জনগোষ্ঠির জন্য-**
  - গ্রামীণ শিল্প যেমন- কৃষি, গবাদিপশু, মৎস, সেলাই ও হস্তশিল্প ইত্যাদিকে মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরা এবং একই সাথে গ্রামীণ অবকাঠামো এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীভিত্তিক সেবার মান উন্নয়নের জন্য দক্ষতা দেয়া।
  - স্বল্প সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোর স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের জন্য নিদিষ্টভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা।
  - কোর্স শেষে কাজ পাওয়ার যেসব সুযোগ রয়েছে সেগুলোকে ব্যয়সাশ্রয়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করণ।
  - আরো বেশি প্রশিক্ষণ নেয়া বা মান উন্নত করার জন্য আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণগুলোতে সম্পৃক্ত করণ।
  - শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে ও পরে সহায়তা প্রদানের কর্মকৌশল প্রনয়ন করা যাতে কর্মসংস্থান হয়।
  - যে সকল প্রশিক্ষক সমাজভিত্তিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া।
  - শিল্পখাতে দক্ষতার বিষয়গুলো সক্ষমতার সাথে এনটিভিকিউএফ থেকে পাওয়ার যোগ্যতার সাথে যুক্ত করা।
  - শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা দেয়া এবং
  - একটি লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশ দেয়া।

শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মীদের উন্নয়ন

- বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য নিয়োগকারী এবং কর্মীদের অবশ্যই আরো বেশি সক্রিয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়নে জড়িত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের কর্মীদের ধরে রাখা এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য নতুন এবং উন্নত মানের কর্ম দক্ষতা প্রয়োজন। উচ্চতর মান এবং নতুন দক্ষতা কর্মীদের জন্য আরো ভাল কাজ পাওয়ার এবং কাজে আরো উন্নতি করার সুযোগ এনে দেয় এবং তাদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে;
- কৃষি, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্প সমূহ যেমন- ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বার্তমানে দক্ষতা ঘাটতি রয়েছে এবং দক্ষতার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ভবিষ্যতে উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন দক্ষতার চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে।

- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মস্থল ও শিল্প কারখানার জন্য ভ্যালু চেইন এ দক্ষতা উন্নয়ন এবং একই সাথে সহযোগীতা দেয়ার জন্য সরকার-
  - শক্তিশালী এবং সুষম একটি নীতি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানীগুলোতে ইতিবাচক জীবনব্যাপী শিক্ষার সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবে।
  - প্রতিষ্ঠাগুলোকে তাদের ব্যবসা উন্নয়নের অংশ হিসেবে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে উৎসাহিত করবে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিবে।
  - প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করা এবং অর্জিত দক্ষতার সনদ প্রদান প্রক্রিয়া শক্তিশালী করবে যাতে অ্যা আনুষ্ঠানিক ও কাজের মধ্য দিয়ে শেখা দক্ষতা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয় এবং কর্মক্ষেত্র থেকে অন্য কর্মক্ষেত্রে গৃহীত হয়।
  - ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং স্বল্প দক্ষ কর্মীদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে প্রতিষ্ঠানেগুলোকে তাদের ব্যবসা উন্নয়নের অংশ হিসেবে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে আর্থিক প্রণোদনা অন্তর্ভূক্ত করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে।
  - শিল্পখাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করতে একটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করবে।
  - আন্তর্জাতিক শ্রমমান প্রয়োগ করবে। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি করার অধিকার এবং কর্মস্থলে লিঙ্গ সমতার জন্য জন্য ভূমিকা রাখবে।
  - প্রতিষ্ঠান, খাত, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে, বিশেষ করে শিল্প দক্ষতা কমিটি (ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কমিটি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং এনএসডিসিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের শিল্পখাতের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করে, দক্ষতা উন্নয়নের ওপর কার্যকর সামাজিক সংলাপে সহযোগীতা দেবে।
  - শিল্প প্রতিষ্টান এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) প্রসার ঘটাবে।
  - সরকারি এবং বেসরকারি নিয়োগকারীদের মানব সম্পদ উন্নয়নে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) অন্তর্ভূক্তিসহ সর্বোৎকৃষ্ট চর্চাগুলো গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহিত করবে এবং
  - বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সকল স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে উৎসাহিত করবে যাতে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।
- যেসকল কর্মসূচিতে কাজের ভেতরে ও বাহিরে প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেগুলোর উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিটে কর্মস্থলে শিক্ষার সম্প্রসারণ করা।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) শিল্প মন্ত্রনালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনসহ (এনপিও) প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবে, যাতে শিল্প-নিদিষ্ট প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা কর্মসূচি পরিচালনা করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় যে, দক্ষতা উন্নীত করার ফলে উচুমানের কার্যসম্পাদন চর্চা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হচ্ছে।
- একটি শক্তিশালী শিক্ষানবিশি পদ্ধতি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি তুলে ধরার কিছু সুযোগ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এবং অর্থনীতি এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে নিয়োজিত দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুনিদিষ্ট কৌশল প্রণয়ন করবে।

মোটকথা শিল্প ও কর্মী উভয়ের উন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি দক্ষতা ভিত্তিক কর্মীব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এতে সরকার ও শিল্প ব্যবস্থাপক সকলের আন্তরিকতার থাকলে একটি সমৃদ্ধশালী অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

দক্ষতা উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ হবে শীর্ষ সরকারি সংস্থা। এই কাজে সহায়তা করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ সচিবালয়ের পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগীতা করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও বিভিন্ন স্টকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার প্রাথমিক ভূমিকা পালন করবে। প্রধান প্রধান কাজ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর একটি সারসংক্ষেপ সারণি-১ দেখানো হলো-

প্রধান কাজ সমূহ	দায়িত্ব	প্রধান প্রধান বাস্তবায়ন সহযোগী
১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডি) কর্ম পরিকল্পনা	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	শিল্প দক্ষতা পরিষদ (ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতা ও এনজিও শিল্পখাত এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি)
২. শিল্পখাত মান ও যোগ্যতা (ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশনস)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি)	শিল্প দক্ষতা পরিষদ
৩. জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ)	ঐ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় বেসরকারি প্রশিক্ষণ দাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৪. দক্ষতামান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি	ঐ	শিল্প দক্ষতা পরিষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৫. দক্ষতা উপাত্ত ব্যবস্থা (স্কিলস ডাটা সিস্টেম)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	শিল্প দক্ষতা পরিষদ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়
৬. জাতীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
৭. প্রাতিষ্ঠানিক পূর্নগঠন	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	ঐ
৮. শিক্ষানবিশি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ নির্দেশিত বিএমইটি	ঐ
৯. মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্পখাত
১০. প্রবাসী কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ নির্দেশিত বিএমইটি	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা ও এনজিও শিল্পখাত
১১. আরপিএস সিস্টেম	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিটিইবি	ঐ
১২. সরকারি খাতের প্রশিক্ষণ	ঐ	ঐ
১৩. বৃত্তিমূলক ও পেশাজীবন নির্দেশনা	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শিল্প দক্ষতা পরিষদ
১৪. সমতার বিষয়গুলো	ঐ	ঐ

সারণি : ১.৪.৩ (বাস্তবায়ন সারসংক্ষেপ)

সারসংক্ষেপ:

কারিগরি বৃত্তিমূলক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষানবিশি বা অ্যাপ্রেনটিসশিপ নানা নামে পরিচালিত, যেমন ক্যাডেটশিপ, ট্রেইনিশিপ বা ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি। এই ব্যবস্থাটি বহু দেশে তরুণদের জন্য কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কাজের জগতে ঢোকার কার্যকর পথ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ রয়েছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন স্বীকৃতি নেই অথচ বাস্তব কাজের পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে সনদায়নের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা গেলে দক্ষকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। তাই পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL-Recognition of Prior Learning) পদ্ধতি এ নিশ্চয়তা প্রদান করবে। আবার যে যেখানে সম্ভব, এই স্বীকৃতি সক্ষমতা ও জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) অন্তর্ভূক্ত সক্ষমতা এবং যোগ্যতার বিপরীতে নির্দিষ্ট করা হবে কাজের নমুনা, সনদপত্র, পোর্টফোলিও বা দলিলপত্র এবং প্রশংসাপত্র ও রেফারির প্রতিবেদন ইত্যাদি। যে কর্মসূচির জন্য চাওয়া হচ্ছে, প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তা মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো মেটানোর জন্য যদি তা পর্যাপ্ত, যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য এবং সঠিক হয়, তাহলে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (RPL) পদ্ধতি তখনই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান করবে। টিভিইটি এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান করে নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে সনদ প্রদান করা। নারী উন্নয়ন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ, শ্রমজীবী কিশোর, স্বল্পোন্নত এলাকার মানুষ এবং গ্রামীন জনগোষ্ঠিকে শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

মূল্যায়ন:

১. পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) পদ্ধতিতে কি কি নিশ্চয়তা প্রদান করে? ২. টিভিইটি এর মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। ৩. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) এর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। ৪. শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মীদের উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন। ৫. কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকতর সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা “মাধ্যমিক পর্যায়ে টেক্সটাইল ও টেক্সটাইল শিক্ষণের প্রকৃতি” নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

সম্বন্বিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষ (TVET) উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা Integerated TVET Development Action Plan
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ: দক্ষতা উন্নয়ন রূপকল্প ২০১৬
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT POLICY – 2011
https://hundred.org/en/collections/technical-vocational-education-and-training-tvet
https://en.wikipedia.org/wiki/TVET_(Technical_and_Vocational_Education_and_Training)
http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects